Major decisions on Hill Cutting

১. পাহাড় কর্তন বিষয়ে বিভিন্ন জেলায় সরকারী কমিটি গঠন

২. পাহাড় কর্তন বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্তকরণ

৩. পাহাড় কর্তন সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের গণ-বিজ্ঞপ্তি

১. **পাহাড় কর্তন বিষয়ে বিভিন্ন জেলায় সরকারী কমিটি গঠন**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-৮।
স্মারক নং- শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ তারিখঃ৮/১/৯৫ ইং।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সরকার ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য) কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, এর জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করিলেন।

১। জেলা প্রশাসক সভাপতি
২। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সদস্য
৩। থানা নির্বাহী অফিসার সদস্য
৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, পি, ডব্লিউ, ডি সদস্য
৫। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সদস্য
৬। পৌরসভার নির্বাহী অফিসার সদস্য
৭। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর সদস্য-সচিব।

২। এই কমিটি ইমারত নির্মাণ আইনের ৩সি(১) ধারায় বর্ণিত অথোরাইজড অফিসারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন এবং উহা কেবল সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাধীন এলাকার এবং চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে সিডি বহির্ভূত জেলার আওতাধীন এলাকার জন্য পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্তে উক্ত আইনের ৩ সি (১) ধারার প্রথম প্রভিশো অনুযায়ী সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের অনুমোদন লাভের পূর্বে এই কমিটি কর্তৃক পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত কোন অনুমতি পত্র প্রদান করা যাইবে না।

৪। এই কমিটি সময়ে সময়ে সরকারের চাহিদা মোতাবেক উহার আওতাধীন এলাকায় পাহাড় কর্তন/ মোচন ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

৫। এই কমিটি জনস্বার্থে গঠন করা হইল এবং কমিটি অবিলম্বে কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ বদিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়,
তেজগাঁও, ঢাকা।

২. পাহাড় কর্তন বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্তকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

স্মারক নং-পরিবেশ/সাঃ ৪৯৭/৯১/৫৪৫ তারিখ, ১৬/১১/১৪০৮ বাং
ঢাকা ----------
২৮/০২/২০০২ ইং

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ **পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে।**

সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক নরসিংদী, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত পাহাড়/টিলা সমূহ অবৈধভাবে কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সাধন করা হইতেছে।

২। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং-৮/১/৯৫ ইং এর মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য), কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা জেলার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

৩। একই ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিহত করিবার জন্য শেরপুর, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাকে উক্ত কমিটিতে অন্ত র্ভূক্ত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ এই সমস্ত জেলায়ও পাহাড়/টিলা রহিয়াছে যাহা কর্তন বা মোচন করা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩ সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং ৮-১-৯৫ ইং এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি সংশোধন পুর্বক গাজীপুর, নরসিংদী ও শেরপুর জেলার জন্যও কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

সংযুক্তি ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮-১-৯৫ ইং তারিখের শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ সংখ্যক স্মারক মূলে গেজেটে প্রকাশের জন্য জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ছায়ালিপি।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

৩. **পাহাড় কর্তন সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের গণ-বিজ্ঞপ্তি**

দিনকাল, ইনকিলাব, যুগান্তর, Daily Star পত্রিকায় প্রকাশিত
সোমবার ২৭ ফাল্গুন ১৪০৮ বাংলা
11 March 2002

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, সদর দপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং- পরিবেশ/সাঃ৪৯৭/৯১/৬০৪ **তারিখ ঃ ০৯/০৩/০২ ইং**

গণবিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, দেশে কতিপয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে পাহাড় কর্তন করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিষয়টি দেশের প্রচলিত আইনের গুরুতর লংঘন এবং দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর।

২। ইহা সর্বজনবিদিত যে, প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পাহাড় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে বিশেষ অবদান রাখিয়া আসিতেছে। পাহাড়, নদ-নদী, সমতল সব কিছু মিলাইয়াই এক একটি পরিবেশ (Eco-system) গড়িয়া উঠে। প্রতিবেশের কোন একটি উপাদানের ক্ষতিসাধিত হইলে অন্যান্য উপাদানের উপরও তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িবে। অধিকন্তু, প্রাকৃতিক পরিবেশ একবার কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কোনক্রমেই তাহা আর পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না। পাহাড় কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, বন উজাড় হয়, মাটির অণুজীবের ক্ষতিসাধিত হয়, বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি তাহাদের আবাসস্থল হারায় এবং জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইবার আশংকা দেখা দেয়। পাহাড় ও পাহাড়ী বন ধ্বংসের কারণে মাটির উপরিভাগ (Top Soil) নষ্ট হইয়া ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ভূমিক্ষয়, খাল, বিল ও নদীনালা ভরাট ত্বরান্বিত হয়।

৩। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৪ (১) ধারাবলে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে এই গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়, টিলা ইত্যাদি ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি ধারা ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর ৩ নং বিধি দ্বারা পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) -এর ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন/মোচন করিতে পারিবেন না।

৪। বর্ণিত অবস্থায় পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৪(১) ধারাবলে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এতদ্বারা নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, পাহাড় কর্তন/মোচনের ক্ষেত্রে তাঁহারা ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন ও ১৯৯৬ সালের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করিবেন। অন্যথায় এই নির্দেশ ভংগকারী পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০০০ সালে সংশোধিত) ১৫ ধারা মোতাবেক অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। ইহা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধান অনুযায়ী জারি করা হইল।

ডিএফপি-৫৭৯৩-১০/৩
স-১২০১/০২ (৭৭২)

(মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী)
মহাপরিচালক।